অতীব জরুরী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-০৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ন রোড, রমনা , ঢাকা-১০০০।
www.dme.gov.bd

স্মারক: ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০২৯.১৮ — ৫৮৬৯ | তারিখ:০৬.০৮.২০১৮খ্রি:।

বিষয়: নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলাধীন পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর খান এর নাম **এমপিও শিট হতে কর্তনের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ ০১. পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার সকল শিক্ষক/কর্মচারীর পক্ষে আশরাফ-উজ্জামান আজাদ, অফিস সহকারী।
০২. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.২৫.০০০০.০০০.০২.০১৫.১৭-২১ — তারিখঃ ০৭.১১.২০১৭খ্রি:।
০৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনার স্মারক নং-উমাশিঅ/পূর্ব/২০১৮/৭৩(২) — তারিখ: ০১.০৪.২০১৮খ্রি:।
০৪. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.২৫.০০০০.০১০.০২.০০৬.১৭-১২৫ — তারিখঃ ২৯.০৫.২০১৮খ্রি:।
০৫.পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার স্মারক নং-পূর্ব,হোসা.ফা:মা(২১)০১-২০১৮, — তারিখ: ০৩.০৭.২০২৮খ্রি:।
০৬.জেলা শিক্ষা অফিস, নেত্রকোনা এর স্মারক নং-জেশিঅ/নেত্র/২০১৮/১০৯ — তারিখ:১১.০২.২০১৮খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার সকল শিক্ষক/কর্মচারীর পক্ষে আশরাফ-উজ্জামান আজাদ (অফিস সহকারী) কর্তৃক অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ জনাব হাবিবুর রহমান খানের বিভিন্ন দুর্নীতি বিষয়ক একটি অভিযোগ আবেদন এ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয়।

০২. অভিযোগের বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনাকে অভিযোগটি সরেজমিন তদন্তক্রমে মতামত সহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সূত্রে উল্লেখিত ০২ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়।

০৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনা কর্তৃক সূত্রে উল্লেখিত ০৩ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে অভিযোগটি সরেজমিন তদন্তক্রমে মতামত সহ প্রতিবেদন অত্র অধিদপ্তরে দাখিল করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

০৪. পরবরতীতে পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার এবতেদায়ী জুনিয়র শিক্ষক পদে জনাব হুমায়ুন কবির খান এর নিয়োগসহ অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ এর বিরূদ্ধে আনিত বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ একটি প্রতিবেদন এ অধিদপ্তরে দাখিল করার জন্য অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) বরাবর সূত্রোস্থ ৪ নং স্মারকে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়।

০৫. মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্রের প্রেক্ষিতে পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক সূত্রে উল্লিখিত ০৫ নং স্মারক পত্রের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন এ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

০৬. উল্লেখ্য যে, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সাথে জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনার নির্দেশনায় জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক "নেত্রকোনা জেলার পূর্ধলা উপজেলাধীন হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর খানকে ভুয়া নিয়োগের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত হওয়া বিষয়ে আনিত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে" শীর্ষক শিরনামে একটি তদন্ত প্রতিবেদন এ অধিদপ্তরে দাখিল করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

০৭. জেলা শিক্ষা অফিসার, নেত্রকোনা এর তদন্ত প্রতিবেদন (সূত্রোস্থ ৬ নং স্মারক), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনা এর তদন্ত প্রতিবেদন (সূত্রোস্থ ৩ নং স্মারক), এবং অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), পূর্বধলা হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার এর প্রতিবেদন (সূত্রস্থ ৫ নং স্মারক) যাচাইকালে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

(ক) জেলা শিক্ষা অফিসার, নেত্রকোনা এর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে যে, বর্ণিত মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক পদ থেকে জনাব আব্দুল হামিদ অবসর গ্রহণ করেন ২৫.০৩.২০১৭ তারিখে। পক্ষান্তরে, জুনিয়র শিক্ষক পদে জনাব হুমায়ুন কবীর খান নিয়োগ প্রাপ্ত হন ০৫.০৯.২০১৫ খ্রি: তারিখে। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, বর্ণিত মাদরাসায় জুনিয়র শিক্ষকের পদটি তখণ শূণ্য ছিল না । অর্থাৎ জুনিয়র শিক্ষক পদ থেকে জনাব আব্দুল হামিদ এর অবসর গ্রহণের (২৫.০৩.২০১৭-০৫.০৯.২০১৫) প্রায় দু'বছর পূর্বে জনাব হুমায়ুন কবীর খান উক্ত একই পদে (জুনিয়র শিক্ষক) নিয়োগ প্রাপ্ত হন । জনাব হুমায়ুন কবীর খান এর নিয়োগ শূণ্য পদের বিপরীতে না হওয়ায় এ নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(খ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনা এর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে " উক্ত মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক পদে জনাব হুমায়ুন কবীর খানকে নিয়োগ প্রদান করা হয় ০৫.০৯.২০১৫ খ্রি: তারিখে। নিয়োগের পর থেকে এই শিক্ষকের হাজিরা খাতায় নাম নাই। তদন্তকালেও তাঁকে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত পাওয়া যায় নাই। নিয়োগকৃত জুনিয়র শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর খানের নিয়োগ সংক্রান্ত মূল কাগজ-পত্র চাওয়া হলে অধ্যক্ষ সাহেব জানান যে, তাঁর কাগজ-পত্র হারিয়ে গেছে।" উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্বধলা, নেত্রকোনা এর তদন্ত প্রতিবেদন হতে এটা স্পষ্ট যে, জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে জনাব হুমায়ুন কবীর খান জুনিয়র শিক্ষক পদে (শূণ্য পদ না থাকা সত্তেও) নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

(গ) অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক এ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে যে, জনাব হুমায়ুন কবীর খান এর নাম সমেত এমপিও শিট ও প্রস্তুতকৃত বেতন বিল অত্র মাদরাসার সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরের জন্য সভাপতি বরাবর উপস্থাপন করা হলে " আমি এ নিয়োগ সম্পর্কে কিছু জানি না। আমি কোন স্বাক্ষরও করি নাই। তাকে আমি চিনি না। সে মাদরাসায় কোন দিন আসেও নাই। তাহলে কেমন করে তাকে বেতন দিব " মর্মে সভাপতি মন্তব্য করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কে বা কারা সভাপতির স্বাক্ষর জাল করে জনাব হুমায়ুন কবীর খানকে জুনিয়র শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়েছেন এবং জাল-জালিয়াতির মাধ্যমেই তাঁকে (হুমায়ুন কবীর খান) এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

০৮. উপরিউক্ত মতে হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর খান এর নাম এমপিও শিট হতে **কর্তন** হওয়া প্রয়োজন।

০৯. এমতাবস্থায় নেত্রকোনা জেলার পূর্ধলা উপজেলাধীন হোসাইনিয়া ফাযিল মাদরাসার জুনিয়র শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর খান যেহেতু শূণ্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হননি, যেহেতু তাঁর (জনাব হুমায়ুন কবীর খান) নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজ-পত্র/প্রমাণাদি পাওয়া যায়নি তথা জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছেন সেহেতু জনাব হুমায়ুন কবীর খান এর নাম এমপিও শিট হতে **কর্তনের** অনুমতি প্রদানের জন্য মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো। বিষয়টি অতীব জরুরী।

সংযুক্তি: বর্ণনা মতে- ০৫ কপি।

০৬.০৮.১৮

(মো: বিল্লাল হোসেন)
মহাপরিচালক
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা
ফোন নং-৪১০৩০১৫৯

সচিব
কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহনপুল, ঢাকা।
দৃ: আ:- সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব ।

অনুলিপি:
০১.উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অদিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চল।
০২. জেলা শিক্ষা অফিসার, নেত্রকোনা।
০৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, পূর্ধলঅ, নেত্রকোনা।
০৪. অফিস কপি।